হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা
ইউসুফ আ. এর পরিচয়
ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা
ইউসুফ আ. কে হত্যার পরিকল্পনা
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন
ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ
গভীর কূপ থেকে মুক্তি
ইউসুফ আ. কে ক্রয় করা
তিন ব্যক্তির বিচক্ষনতা
ইউসুফ আ. এর প্রতি আযীযে মিসর এর স্ত্রীর আসক্তি
ইউসুফ আ. এর পক্ষে নবজাতক শিশুর সাক্ষ্য প্রদান
নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক
আযীযে মিসরের স্ত্রীর ব্যাপারে নারীদের কুৎসা রচনা
নারীদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. এর পরিত্রাণ
দাওয়াতের মূলনীতি হিকমত ও বিচক্ষণতা
বাদশাহর স্বপ্ন
স্বপ্নের ব্যাখ্যা
ইউসুফ আ. এর কারামুক্তি
আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ না করার কারণ
ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ
মিসরের বাদশাহ ইউসুফ আ.
ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা
ইউসুফ আ. এর ভায়েদের মিসরে আগমন
বিনয়ামীনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিসরে আগমন
ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন
ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ
দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর
বিনয়ামীনের এর মুক্তির ব্যাপারে বাদশাহর দরবারে আবেদন
সন্তানের বিরহে ইয়াকুব আ. দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জন
আযীযে মিসরের নামে হযরত ইয়াকুব আ. এর পত্র
হযরত ইয়াকুব আ. স্বপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা
ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন
নবুওয়্যাতের শান
আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

باسمہ تعالی

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ○ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

অর্থঃ ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য; যখন তারা বললো, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হয়তো ইউসুফকে হত্যা করো কিংবা তাকে ফেলে রেখে আসো অন্য কোন স্থানে। তাহলে তোমাদের পিতার নেকদৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা (তাওবা করে) ভাল মানুষ হয়ে যাবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোনো কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায়। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭-১০)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ সহ হযরত ইয়াকূব আ. এর বারো জন পুত্র সন্তান ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই অনেক সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইউসুফ আ. এর পরিচয়

হযরত ইয়াকূব আ. এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। তাই সেই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে পরিচিত হয়। বারো ছেলের মধ্যে দশজন বড়ছেলে হযরত ইয়াকূব আ. এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর ইয়াকূব আ. লাইয়্যার বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দুই ছেলে ইউসুফ ও বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন।

তাই হযরত ইউসুফ আ. এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর ইউসুফ আ. এর আম্মা রাহীলও বিনয়ামীনের জন্মের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

হযরত ইউসুফ আ. শৈশবে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চাঁদ তাকে সিজদা করছে। এই অভিনব স্বপ্ন দেখে পিতার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি নবী সুলভ দূরদর্শীতা দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফের ভবিষ্যতে মহা মর্যাদা অপেক্ষা করছে। এমনকি সে নবীও হতে পারে। তাই তিনি তাকে আরো অধিক স্নেহ করতে লাগলেন এবং তার এই সৌভাগ্যের সংবাদ অবহিত হয়ে অন্যান্য ভায়েরা তার প্রতি আরো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনা করতে পারে ভেবে তিনি ইউসুফকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মোটেও বর্ণনা করো না, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। কেননা শয়তান তো মানুষের চিরশত্রু । সে চায়না ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক অটুট

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থাকুক, শান্তিতে বসবাস করুক। কিন্তু মানুষ যেটা আশংকা করে সেটাই হয়ে থাকে।

হযরত ইউসুফ আ. এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা দেখলো যে, পিতা ইয়াকূব আ. ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মুহাব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথা চড়া দিয়ে ওঠে। এটাও হতে পারে যে, তারা কোনোভাবে ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের বিষয়ও জানতে পেরেছিলো, যদ্দরূণ তারা হযরত ইউসুফ আ. এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো।

তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো যে, আব্বাজান দেখি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার ছোট ভাই বিনয়ামীনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন তাদের বড় হওয়ার কারণে ঘরের কাজ-কর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় ঘরস্থালির কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিৎ হলো, বিষয়টি অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মুহাব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই এসো, আমরা হয় ইউসুফকে হত্যা করি, না হয় তাকে এমন দূরদেশে নির্বাসিত করি, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

ইউসুফ আ. কে হত্যার পরিকল্পনা

পরামর্শের এক পর্যায়ে তাদের একজন এ মত পেশ করলো যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। অন্য একজন বললো, তাকে হত্যা না করে কোনো দূরদেশে ফেলে আসা হোক। এতে করে মাঝখান থেকে এ কাঁটা দূর হয়ে যাবে এবং পিতার সব মনোযোগ আমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাকে হত্যা কিংবা দেশান্তরের কারণে যে গুনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরবর্তীকালে তাওবা করে আমরা ভালো হয়ে যাবো। শিরোনামে উল্লিখিত "এবং তারপর ভালো হয়ে যাবো" বাক্যের এক অর্থ তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর আমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, তখন পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং মনোযোগ আমাদের দিকেই নিবদ্ধ হবে এবং আমরা ভালো পরিগণিত হবো।

সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যেরই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললো, ইউসুফকে হত্যা করা উচিৎ হবে না। বরং যদি কিছু করতেই হয়, তবে তাকে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করা হোক, যেখানে সে জীবিত থাকবে এবং পথিক যখন কূপে আসবে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং চিন্তা করতে হবে না। বরং এমতাবস্থায় কোন পথিকই তাকে দূরদেশে নিয়ে চলে যাবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিলো তাদের বড় ভাই ইয়াহুদা। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল বড়। সে-ই এ অভিমত ব্যক্ত করছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কে সামনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আ. এর ছোট ভাই বিনয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলো, আমি ফিরে গিয়ে কীভাবে মুখ দেখাবো? তাই আমি আর কেনানে ফিরে যাবো না।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

হযরত ইউসুফ আ. এর ভায়েরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিতার কাছে এভাবে আবেদন পেশ করলো যে, আব্বাজান! ব্যাপার কী! আপনি দেখি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের

প্রতি আস্থা রাখেন না! অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করবো।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, এর আগেও তারা কোনো সময় এ ধরনের আবেদন করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। যদ্দরূণ এবার কিঞ্চিত জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ আবেদন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ○ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

অর্থঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আপনার কী হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। তাহলে সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে, আর আমরা অবশ্যই তার হিফাযত করবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১-১২)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে ভ্রমণে পাঠানোর আবেদন করলো, তখন হযরত ইয়াকূব আ. বললেন, তাকে পাঠানো আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ সে নয়নের মণি, আমার সামনে না থাকলে, আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

ইয়াকূব আ. এর এ বক্তব্য কালামে পাকের এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে,

قَالَ اِنِّیۡ لَیَحۡزُنُنِیۡۤ اَنۡ تَذۡهَبُوۡا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنۡ یَّاۡكُلَهُ الذِّئۡبُ وَ اَنۡتُمۡ عَنۡهُ غٰفِلُوۡنَ ۝

অর্থঃ ইয়াকূব আ. বললেন, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার থেকে অমনোযোগী থাকবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৩)

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, তখন কেনানে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল। ওদিকে হযরত ইয়াকূব আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ আ.। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে একটি বাঘ এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়, অতঃপর ইউসুফ আ. মাটির অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাঁকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল বড় ভাই ইয়াহুদা অথবা রুবীল। আর মাটির অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ, কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব আ. স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে কথা প্রকাশ করেননি। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

ভাইয়েরা হযরত ইয়াকূব আ. এর এ কথা শুনে বললো, আপনার এ ভয়-ভীতি অমূলক। আমরা দশজনের শক্তিশালী দল তার

হেফাজাতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দিয়ে কোন্ কাজের আশা করা যেতে পারে?

নিম্নোলিখিত আয়াতে ইউসুফ আ. এর ভোইদের সেই কথা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ○

অর্থঃ তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৪)

হযরত ইয়াকূব আ. পয়গাম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের কারণে ছেলেদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার দিয়ে ভাইদের শত্রুতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুতায় তাঁকে হত্যা করার ফিকিরে থাকতো। তাই তিনি তাঁকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনো রকম কষ্ট না হয়। এ পর্যায়ে বিশেষ করে বড় ভাই ইয়াহুদার হাতে তাকে সোপর্দ করে বললেন, তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে।

ভাইরা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিলো এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগলো। কিছু দূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূর আ. ও তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে গেলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইমাম কুরতুবী রহ. ঐতিহাসিক রিওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন হযরত ইয়াকূব আ. এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন তারা ইউসুফ আ. কে নামিয়ে দিল এবং তিনি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে চলতে অক্ষম হচ্ছিলেন আবার তাকে হত্যা করার ব্যাপারে ভাইদের পরামর্শও টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এক ভাইয়ের আশ্রয় নিতে চাইলেন। সে কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ; এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, তুই যে এগারোটি নক্ষত্র এবং চাঁদ ও সূর্য তোকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে, তারাই তোকে সাহায্য করবে, আমরা তোকে সাহায্য করতে পারবো না।

ইমাম কুরতুবী রহ. এর ভিত্তিতে বলেন যে, এ থেকে বোঝা যায় ভাইয়ের কোনো না কোনো উপায়ে ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্ন ইউসুফ আ. এর প্রতি তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। উক্ত স্বপ্নের কারণেই তারা ইউসুফ আ. এর সাথে হিংসাত্মক আচরণ করেছিল।

অবশেষে ইউসুফ আ. ইয়াহুদাকে বললেন, আপনি সবার বড়। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করুন যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হলো এবং তাকে বললো, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, এসব ভাই তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।

তখন ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বললো, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় করো এবং বালকটিকে তার পিতার কাছে নিয়ে চলো। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না। ভাইয়ের উত্তর দিল, আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কী? তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। মনে রাখো, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করবো।

ইয়াহুদা দেখলো যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছু করতে পারবে না। তাই সে বললো, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাকো, তবে আমার কথা শোনো, নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সাপ, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে সেই কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সাপ ইত্যাদি তাকে দংশন করে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। আর তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌঁছে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। তাদের এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ○

অর্থঃ অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চললো, এবং অন্ধকার কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহী দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা এক সময় স্মরণ করিয়ে দিবে, আর তারা তখন তোমার উঁচু মর্যাদার কারণে তোমাকে চিনবে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৫)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু প্রকার ব্যাখ্যা থেকে পারে। (এক) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী পাঠানো হয়েছিল। (দুই) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিয়ে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দিবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে। অথচ তারা ধারণা করবে না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ। কারণ, তখন তুমি অনেক উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো। তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তাঁর জামা খুলে তা দিয়ে তাঁর হাত বাঁধলো। তখন ইউসুফ আ. পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও তারা আগের মতো সেই উত্তরই দিল যে, যে এগারোটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করেছিল, তাদেরকে ডাক

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে। অতঃপর ভাইয়েরা তাকে বালতিতে ভরে কূপে ছাড়তে লাগলো। সেটা মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল।

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফ আ. কে হিফাযত করলেন। যদ্দরূণ পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পেলেন না। অতঃপর নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপরে বসে রইলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরাঈল আ. আল্লাহ পাকের আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন। ইউসুফ আ. তিন দিন কূপে অবস্থান করেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনতো এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতো। ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভাইয়েরা সন্ধ্যা বেলায় কান্না করতে করতে তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হলো। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَجَآءُوْٓا اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ○

অর্থঃ আর তারা রাতের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৬)

হযরত ইয়াকূব আ. কান্নার শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী! তোমাদের ছাগল পালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা যা বললো, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ○

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

অর্থঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী হই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৭)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ প্রতারণার কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে,

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ

অর্থঃ তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন করে দিত, তবে তারা ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করতে পারতো। কিন্তু তারা অক্ষত জামায় ছাগল ছানার রক্ত মাখিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইলো। ইয়াকূব আ. অক্ষত জামা দেখে বললেন, বাছারা! এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে হযরত ইয়াকূব আ. এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেলে তিনি যা বললেন, তা কুরআন মাজীদের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ○

অর্থঃ ইয়াকূব আ. বললেন, (এটা কারণই নয়;) বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮)

গভীর কূপ থেকে মুক্তি

ওদিকে আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি কাফেলা সেই অন্ধকার কূপের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে পড়েছে। তারা পানি সংগ্রহকারীদেরকে পানি খোঁজার জন্য কূপে প্রেরণ করলো। মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধকারকূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে ভালো জানেন, তারা জানেন যে, এসব ঘটনা একটি অপরটির সাথে পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। হযরত ইউসুফ আ. এর স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে তাদের গন্তব্যের পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং ইউসুফকে সাহায্য করার জন্য কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধকার কূপে প্রেরণ করেছেন।

পানি আনার জন্য কাফেলার মালিক ইবনে দোবর নামক জনৈক ব্যক্তি সেই কূপে পৌঁছেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ আ. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি

সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল পানি উত্তোলনকারীর দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ○

অর্থঃ একটি কাফেলা এলো। অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো। সে নিজের বালতি ফেললো। বললো, কী আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর! (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৯)

অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠা এই অল্প বয়স্ক অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক ইবনে দোবর চিৎকার করে উঠলেন। মুসলিম শরীফে মিরাজ রজনীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ইউসুফ আ. এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

কাফেলার লোকেরা তখন তাঁকে একটি মূল্যবান পণ্য মনে করে গোপন করে ফেললো। আয়াতের পরবর্তী অংশে সে কথা বলা হয়েছে,

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ

অর্থঃ তারা ব্যাবসায়িক পণ্যরূপে তাকে গোপন করে ফেললো।

শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু পরে চিন্তাভাবনা করে স্থির করলেন যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়।

অথবা এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ঐ মুহূর্তে সেখানে এসেছিল। তারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাঁকে পণ্যদ্রব্য করে নিলো। যেমন, কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ আ. কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাঁকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। অতঃপর সকল ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছলো এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করলো। তখন তারা বললো, এ বালকটি আমাদের গোলাম, পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কবজায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছো।

একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা, নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিলো। ইউসুফ আ. এর মতো একজন মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে ভাইয়েরা ছিল অজ্ঞ। আর তাছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইদের আসল উদ্দেশ্য টাকা উপার্জন ছিল না। আসল উদ্দেশ্যতো ছিলো পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই তারা তাঁকে গুটি কতেক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।

নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ○

অর্থঃ তারা তাকে বিক্রি করে দিল অতি অল্পমূল্যে-গুণাগুণিত কয়েক দিরহামে। আর তারা ছিল তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২০)

কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে গেলেন। সেখানে নেয়ার পর ইউসুফ আ. কে বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দাম বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আ. এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি ও সমপরিমাণ রেশমি বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হলো।

ইউসুফ আ. কে ক্রয় করা

আল্লাহ তা'আলা এ রত্ন, আযীযে মিসরের (মিসরের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী) এর জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করে নেন।

আল্লাহ তা'আলা মিসরে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করার জন্য সে দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আ. কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তার নাম কিতাফীর। কোনো কোনো বর্ণনায় ইতফীরও এসেছে। তৎকালে মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে উসাইদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ আ.এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন।" (তাফসীরে মাযহারী)

ক্রেতা আযীযে মিসর-এর স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলাইখা। আযীযে মিসর কিতফীর ইউসুফ আ. সম্পর্কে স্ত্রীকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিম্নেবর্ণিত আয়াতে তা-ই বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا○

অর্থঃ মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করলো, সে তার স্ত্রীকে বললো, তার সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা করো। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিব। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১)

আয়াতে বর্ণিত "সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা" দিয়ে উদ্দেশ্য ছিল, তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও। ক্রীতদাসের মতো রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোস্ত করো।

তিন ব্যক্তির বিচক্ষণতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমজন আযীযে মিসর, তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দিয়ে হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হয়ে স্ত্রীকে তার উত্তম বন্দোবস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন হযরত শু'আইব আ. এর ঐ কন্যা, যিনি মূসা আ. সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন,

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ○

অর্থঃ পিতাজী! তাকে মজদুর রেখে দিন। কেননা আপনার উত্তম মজদুর সবল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই হতে পারে। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২৬)

তৃতীয়জন আবু বকর সিদ্দীক রা., তিনি স্বীয় দূরদর্শিতা দিয়ে ফারুকে আযম হযরত উমর রা. কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইউসুফ আ. এর প্রতি আযীযে মিসর-এর স্ত্রীর আসক্তি

ইউসুফ আ. আযীযে মিসর-এর ঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এক পরীক্ষামূলক বিপদ এই দেখা দিল যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ. এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। এ প্রেক্ষিতে উক্ত মহিলা তার সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগলো। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ○

অর্থঃ যে মহিলার ঘরে ইউসুফ আ. ছিলেন, সে তাকে ফুসলাতে লাগলো এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সেই মহিলা বললো, শোনো! তোমাকে বলছি, এদিকে আসো! তিনি বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আমার মালিক আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। আর অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারীরা কখনো সফলকাম হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৩)

উক্ত মহিলা ছিল আযীযে মিসর-এর স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে পবিত্র কুরআনে "আযীযের পত্নী" শব্দ ব্যবহার না করে "যার ঘরে ছিল" এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ আ. এর উক্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই ঘরে তারই আশ্রয়ে থাকতেন। সুতরাং তার আদেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

হযরত ইউসুফ আ. যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গাম্বরসূলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, مَعَاذَاللهِ (আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেননি, বরং মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এ ছাড়াও তিনি পয়গাম্বরসূলভ বিজ্ঞতা ও নসীহত পেশ করে স্বয়ং সেই মহিলাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা।

ইউসুফ আ. আরো বললেন যে, আপনার স্বামী আযীযে মিসর আমাকে লালন-পালন করছেন, আমাকে উত্তম আবাসন দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী; অথচ আমি তার ইযযতে হস্তক্ষেপ করবো! এটা জঘন্য অনাচার। আর অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় সেই মহিলা ইউসুফ আ. কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইউসুফ আ. এর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছাসিত প্রশংসা করতে লাগলো। সে বললো, তোমার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ আ. বললেন, মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর সে বললো, তোমার দুই চোখ কতই না আকর্ষণীয়। ইউসুফ আ. বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। সে আরো বললো, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ আ. বললেন, এগুলো সব মাটির খোরাক।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এভাবে আখিরাতের চিন্তা-ই মানুষকে সব রকম অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।

আগে আলোচিত হয়েছে যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী যুলাইখা ঘরের দরজা বন্ধ করে ইউসুফ আ. কে পাপ কাজের দিকে আহ্বান করে। তখন ইউসুফ আ. আল্লাহর নিদর্শন দেখার করার সাথে সাথে যুলাইখার কুমতলবের নাগপাশ ছিন্ন করে বন্ধ দরজাসমূহের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন এবং কোনোরূপ দ্বিধা বা চিন্তার মধ্যে সময় ব্যায় করলেন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় প্রতিপালকের কী নিদর্শন দেখেছিলেন, পবিত্র কুরআনে সেটা বলা হয়নি। তবে বিভিন্ন রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে তাফসীরবিদগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী রহ. প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার মু'জিযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকূব আ. এর চিত্র এভাবে ইউসুফ আ. এর সামনে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে হুঁশিয়ার করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আযীযে মিসর-এর মুখচ্ছবি তাঁর সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন, ইউসুফ আ. এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কুরআন মাজীদের এ আয়াত লিখিত দেখেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

অর্থঃ তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা খুবই জঘন্য নির্লজ্জতা (যা খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং অত্যন্ত গর্হিত পথ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২)

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, যুলাইখার ঘরে একটি মূর্তি ছিল। সেই মুহূর্তে যুলাইখা মূর্তিটিকে কাপড় দিয়ে আবৃত করলো। ইউসুফ আ. এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বললো, এটা আমার উপাস্য, এর সামনে পাপ কাজ করার মতো সাহস আমার নেই। তখন ইউসুফ আ. বললেন, আমার উপাস্য তো আরো বেশী লজ্জা করার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না।

কারো কারো মতে, ইউসুফ আ. এর নবুয়্যাত ও দীনী জ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ, যাকে আয়াতে "তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদ যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়ে ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরূণ তাঁর মন সৎ ও ন্যায়ের পথে আরো দৃঢ়পদ হয়েছে। আর এ বিষয়টি কী ছিল, তাফসীরবিদগণ এ ব্যাপারে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটি নির্দিষ্ট করা যায় না।

হযরত ইউসুফ আ. এ নির্জন কক্ষে মহান আল্লাহর নিদর্শন দেখার সাথে সাথেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্যত হলেন এবং বন্ধ দরজার দিকেই দৌড় দিলেন। তখন আযীয পত্নী তাঁকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ধরার জন্য তাঁর জামা টেনে ধরে তাঁকে বাইরে যেতে বাঁধা দিতে চাইলো। কিন্তু ইউসুফ আ. পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় সংকল্প। তাই থামলেন না, বরং খুব দ্রুত বেগে সামনে ধাবমান হলেন। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইতিমধ্যে ইউসুফ আ. দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পিছে পিছে যুলাইখাও সেখানে উপস্থিত হলো।

ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজাগুলো তালাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই মহান আল্লাহর কুদরতে আপনা-আপনি তালাগুলো খুলে নীচে পড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. বের হয়ে গেলেন।

তারা উভয়ে দরজার বাইরে আসতেই আযীযে মিসরকে সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। আযীযে মিসরকে দেখেই তার স্ত্রী চমকে উঠলো। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বানিয়ে ইউসুফ আ. এর উপর দোষ চাপিয়ে বলল, "আপনার পরিরবারের সাথে যে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কী হতে পারে এ ছাড়া যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর শাস্তি দেয়া হবে?

পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থঃ তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো। আর উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বললো, যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে এ ছাড়া আর কী শাস্তি

দেয়া যেতে পারে যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৫)

ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ ভদ্রতার খাতিরে হয়তো সেই মহিলার গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতেন না। কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ আ. এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিল, তখন বাধ্য হয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করে বললেন,

قَالَ هِيَ رَاوَدتُّنِي عَن نَّفْسِي

অর্থঃ বরং তিনিই স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুঁসলিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬২)

ইউসুফ আ. এর পক্ষে নবজাতক শিশুর সাক্ষ্য প্রদান

ব্যাপারটি খুবই নাজুক এবং আযীযে মিসর-এর পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা কঠিন ছিল। কেননা, সেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদেরকে অশুভ চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করেন।

সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কথা বলতে অক্ষম নবজাতক শিশুদেরকে কাজে লাগান। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা প্রমাণ করেন। যেমন, হযরত মারইয়ামের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের নবজাতক শিশু ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন। তেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক একজন সাধু ব্যক্তির প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে

এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হলে, নবজাতক শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। অনুরূপভাবে হযরত মুসা আ. এর প্রতি ফির'আউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে, ফির'আউনের স্ত্রীর চুল পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সে মুসা আ. কে শৈশবে ফির'আউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক তেমনিভাবে ইউসুফ আ. এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ একটি শিশুকে বিজ্ঞ ও দার্শনিকসূলভ বাক শক্তি দান করলেন। এই কচি শিশু এ ঘরেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দিতে পারে। এ ছোট শিশুটি বাহ্যত জগতের সব কিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়ে ছিল। সে ইউসুফ আ. এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুললো, যখন আযীযে মিসর ছিলেন এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকু বলে দিত যে, ইউসুফ আ. নির্দোষ এবং দোষ যুলাইখার, তবে তাও একটি মু'জিযারূপে ইউসুফ আ. এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি

উচ্চারণ করালেন এভাবে যে, সে বললো, "ইউসুফ আ. এর জামাটি দেখ; যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে তবে যুলাইখার কথা সত্য এবং ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী পরিগণিত হবেন। আর যদি জামাটি পেছন দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ আ. পলায়নরত ছিলেন এবং যুলাইখা তাঁকে পিছন থেকে আটকে ধরে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউসুফ আ. অবশ্যই সত্যবাদী সাব্যস্ত হবেন এবং যুলাইখা হবে মিথ্যাবাদী।" এটা এজন্য এভাবে উপস্থাপন করা হলো যে, শিশুর অলৌকিক বাকশক্তি ছাড়াও, এ বিষয়টি যেন প্রত্যেকের কাছে যুক্তি সঙ্গত মনে হয় এবং এর কারণে চাক্ষুষ প্রমাণ আযীযে মিসর নিজেই পেয়ে যেতে পারেন।

অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটির পেছন দিকে ছেঁড়া দেখা গেল, তখন ইউসুফ আ. এর পবিত্রতা বাস্তবভাবেই প্রতিভাত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনের নিম্নেবর্ণিত আয়াতসমূহে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَآ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ○

অর্থঃ মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী (শিশু) সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী হবে। আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী হবে। অতঃপর ঘরস্বামী যখন দেখলো যে, ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বললো, নিশ্চয় এটা

তোমাদের নারীদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা অত্যন্ত ভীষণ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৬-২৮)

আযীযে মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলার দিয়েই বুঝে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ আ. এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

তদুপরি তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখলেন যে, ইউসুফ আ. এর জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন আযীযে মিসর নিশ্চিত হলেন যে, দোষ যুলাইখার এবং ইউসুফ আ. পবিত্র। তাই তিনি যুলাইখাকে সম্বোধন করে বললেন, "এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে এ ফন্দি এটেছো।"

নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক

উক্ত আয়াতে আযীযে মিসর নারী জাতির ছলনা অত্যন্ত মারাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। তাই যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথা দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। অথচ এসব ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তারা বিবেক-বুদ্ধি ও আল্লাহ ভীতির অভাব বশত মিথ্যা ছলনা করে থাকে এবং কথা বানোয়াটি করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থাকে। অবশ্য যারা আল্লাহভীরু ও পরহেযগার, তারা কখনও এরূপ ছলনা করে না। (তাফসীরে মাযহারী)

অতঃপর ঘটনার প্রেক্ষিতে আযীযে মিসর ইউসুফ আ. কে যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

অর্থঃ ইউসুফ! এ ঘটনা উপেক্ষা কর (এবং ব্যাপারটি বলাবলি করো না। যাতে আমার বেইজ্জতি না হয়)। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২১৯)

পরিশেষে তিনি যুলাইখাকে আত্মসংশোধনের জন্য যে উপদেশ দিলেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَ اسۡتَغۡفِرِیۡ لِذَنۡۢبِکِ ۫ اِنَّکِ کُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِئِیۡنَ○

অর্থঃ তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করো। তুমি তো পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৯)

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, ইউসুফ আ. এর কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

আযীযে মিসরের স্ত্রীর ব্যাপারে নারীদের কুৎসা রচনা

অতঃপর এক কান দুকান করে ব্যাপারটি লোক সমাজে জানা জানি হয়ে গেল। তখন নগরের কতিপয় মহিলা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়! ছিঃ কেমন রুচি! কত নিচু তার মন যে, চাকরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে! কুরআন পাকের নিম্নোল্লিখিত আয়াতে তাদের এ কুৎসা রচনা বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে,

وَقَالَ نِسۡوَۃٌ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ امۡرَاَتُ الۡعَزِیۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰىہَا عَنۡ نَّفۡسِہٖ ؕ قَدۡ شَغَفَہَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىہَا فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ○

অর্থঃ নগরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩০)

যুলাইখা যখন সেসব মহিলাদের কানাঘুষার কথা জানতে পারলো, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠালো এবং ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে তার উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে চাইলো। নিম্নের আয়াতে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে,

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ

অর্থঃ যখন সে (যুলাইখা) তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করলো। সে তাদের হেলান দেওয়ার জন্য উন্নত বিছানার ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। আর ইউসুফ আ. কে বললো, এদের সামনে একটু বের হও। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১)

উল্লিখিত আয়াতে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলাইখা "চক্রান্ত" আখ্যা দিয়েছে বলে বলা হয়েছে। অথচ বাহ্যত তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করছিল, তাই যুলাইখা একে চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছে। কেননা, তাদের কোনো আপত্তি থাকলে সামনে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা না করে অগোচরে সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে।

অতঃপর মহিলারা যখন ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তখন তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল-ফলাদি উপস্থিত করা

হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার মতো ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি করে চাকু দেওয়া হলো। তারা সেই ফল হাতে নিয়ে চাকু দিয়ে কেটে কেটে খেতে লাগলো।

ইতোমধ্যে অন্য কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ আ. কে কোনো কাজের বাহানায় বললো, এই মহিলাদের এখানে একটু আসো।

ইউসুফ আ. তার কু-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতেন না। আগেই যে যুলাইখার আমন্ত্রিত মহিলারা পাশের কামরায় সমবেত, ইউসুফ আ. তা জানতেন না। তাই মনিবের নির্দেশে স্বীয় কামরা থেকে বের হয়ে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

অপরদিকে হযরত ইউসুফ আ. কে দেখামাত্র উপস্থিত মহিলাদের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থঃ যখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে এক নজর দেখলো, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। আর তারা বললো, সুবহানাল্লাহ! এ তো মানব নয়, এ তো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা! (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১)

বলাবাহুল্য, উপস্থিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে তঁর রূপ-সৌন্দর্য অবলোকন করে হতভম্ব হয়ে গেল এবং তখন যে চাকু দিয়ে ফল কেটে খাচ্ছিল, তাতে ফলের পরিবর্তে হাত কেটে ফেললো। আর তারা ইউসুফ আ. কে ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত

করলো। কেননা, তারা এরূপ অনন্য রূপ-সৌন্দর্যের অপরূপ নূরানী চেহারার মানুষ কখনও দেখেনি।

অতঃপর যুলাইখা উপস্থিত মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললো,

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ○

অর্থঃ এই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলে। আর হ্যাঁ, আমি বাস্তবিকই তাকে ফুঁসলিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। তবে ভবিষ্যতে আমি তাকে যে আদেশ দিই, সে যদি তা পালন না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে যাবে ও লাঞ্ছিত হবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩২)

যুলাইখা যখন দেখলো যে, সমাগত মহিলারা তার ব্যাপারটির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে, এমনকি তাঁকে দেখে নিজেরাও অপ্রকৃতস্থ হয়ে গিয়েছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো যে, ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার আদেশ অমান্য করো, তবে অবশ্যই তোমাকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে এবং অপদস্থ করা হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ আ. কে যুলাইখার প্রতি ফুঁসলাতে লাগল যে, তুমি যুলাইখার কাছে অনেক ঋণী। কাজেই তোমার জন্য তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

ইউসুফ আ. দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলাইখার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে এবং এ মুহূর্তে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার ব্যাহ্যিক কোনো উপায় নেই। তখন উক্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কঠিন মুহূর্তে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে দু'আ করে আরজ করলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّیْ كَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِیْنَ ○

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি তাদের চক্রান্তকে আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তাহলে আমি তাদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৩)

"জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়" এ কথা বলা ইউসুফ আ. এর বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা করা নয়; বরং পাপ কাজের বিপরীত এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করারই বহিঃপ্রকাশ।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ আ. জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো "আপনি নিজেকে নিজে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন, জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এটা না করে আপনি নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হত।

নারীদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. এর পরিত্রাণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. এর দু'আ কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিম্নলিখিত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থঃ অবশেষে তার পালনকর্তা তার দু'আ কবুল করলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন এই যে, ইউসুফ আ. এর দু'আ অনুযায়ী তাঁকে জেলে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলেন। তা এভাবে যে, ইউসুফ আ. এর সৎচরিত্রতা, তাক্বওয়া ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ আ. সৎ ও পবিত্র। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে ব্যাপক কানাঘুষা হতে থাকে। পরিশেষে এ কানাঘুষার অবসান ঘটানোর জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হয় যে, ইউসুফ আ. কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এর দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে যাবে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ,

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ○

অর্থঃ অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাঁকে কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখা সমীচীন মনে করলো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৫)

পরিশেষে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গ কিছুদিনের জন্য ইউসুফ আ. কে জেলে আবদ্ধ করলো। সেখানে ইউসুফ আ. জেলের বন্দীখানায় কালাতিপাত করতে লাগলেন।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরো দুজন অভিযুক্ত কয়েদীও প্রবেশ করলো। তাদের একজন বাদশাহকে শরাব পান করাতো এবং অপরজন বাদশাহর বাবুর্চি ছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, তারা উভয়ে বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মুকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসূলভ চরিত্র-দয়া ও অনুকম্পার দ্বারা সকলের মন জয় করেন। তিনি সকল কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং যথাসাধ্য তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবাযত্ন করতেন। কাউকে চিন্তিত ও পেরেশানীযুক্ত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন, ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। এভাবে নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

তাঁর এ অবস্থা দেখে কারাগারের সকল কয়েদী তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে লাগলো। কারাধ্যক্ষ তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বললো, আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি। এতটুকু আমার ইখতিয়ারে আছে।

ইউসুফ আ. এর সাথে যে দুজন কয়েদী কারাগারে প্রবেশ করেছিল, তারা একদিন বললো, আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। এ কথা বলে তারা তাঁর নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে তা'বীর জানতে চাইল।

তাদের মধ্যে যে বাদশাহ শরাব পান করাতো সে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার মাথা রুটিভর্তি একটি ঝুঁড়ি রয়েছে আর তা থেকে পাখিরা ঠোকরিয়ে ঠোকরিয়ে আহার করছে। অতঃপর তারা উভয়ে ইউসুফ আ. কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানালো। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে,

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ○

অর্থঃ তাঁর সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি শরাব নিংড়াচ্ছি। আর অপরজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠোকরিয়ে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে নেককার বলেই জানি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৬)

ইউসুফ আ. এর কাছে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসূলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তরদানের আগে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের নিকট দীন প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

দাওয়াতের মূলনীতিঃ হিকমত ও বিচক্ষণতা

দাওয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী, হিকমত ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযার কথা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যহ যেই

খাদ্য তোমাদের বাসা, কারাগার কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ সম্পর্কে বলে দিব। আর এটা কোনো ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষবিদ্যা কিংবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়, বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে তা বলে দেন বলেই আমি তা তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। পবিত্র কুরআনের নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দিব। এ জ্ঞান আমাকে আমার রব শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৭)

এরপর ইউসুফ আ. প্রথমে তাদের কাছে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করলেন। অতঃপর আরো বললেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য দীনের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আ.। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

এরপর বললেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে খোদায়ী গুণাবলীতে কাউকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। আর এ দীনে হক্বের তাওফীক অর্জন আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহর তা'আলার অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. কয়েদীদের প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তোমরাই বলো, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া ভালো, নাকি এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপর পরাক্রমশালী। তারপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টতা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করে নিয়েছো। অথচ এদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, এদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, এরা সবাই যে চেতনা ও অনুভূতিহীন এটা চাক্ষুষ বিষয়। অবশ্য এদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা এদের উপাসনার জন্য নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি যদিও এদের খোদায়ী স্বীকার করে না, কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তি প্রমাণ ছেড়ে তাঁর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো যুক্তি-প্রমাণ কিংবা হুকুমও নাযিল করেননি। বরং তিনি একথাই বলেছেন যে, ইবাদত গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য দীনই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ○

অর্থঃ (ইউসুফ আ. বললেন,) হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের উপাসনা করো, যে নামগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা-তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯-৪০)

দীন প্রচার, দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পন্ন করার পর ইউসুফ আ. কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের একজন মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে শরাব পান করাবে। আর অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শুলে চড়ানো হবে। তখন পাখিরা তার মাথার মগজ ঠোকরিয়ে খাবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন আপন মনিবকে শরাব পান করাবে এবং অপরজনকে

শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪১)

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্ধারিত ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে শরাব পান করাতো, সে খালাস পেয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং অপরজন তথা বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে। যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে। সবশেষে ইউসুফ আ. বললেন, আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান-ভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ তা'আলার অটল ফয়সালা।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আ. বললেন, যখন তুমি খালাস পেয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছাবে, তখন তুমি বাদশাহর কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে লোকটি মুক্তি পেল। কিন্তু মুক্তি পেয়ে সে ইউসুফ আ. এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ আ. এর মুক্তির ব্যাপারটি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল। তাতে করে আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হলো। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে,

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ○

অর্থঃ তাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ আ. তাকে বললেন, আপন মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে মনিবের কাছে তার আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে কাটালেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪২)

অত্র আয়াতের بِضْعَ শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বাদশাহর স্বপ্ন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. এর মুক্তির জন্য কুদরতীভাবে এ ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন যে, বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগকুল হয়ে পড়লেন। তাই রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাদাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলো না। তাই তারা কেউ বললো, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। আবার কেউ বললো, এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। অন্যরা বললো, আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

বাদশাহ স্বপ্নে কী দেখেছেন এবং পরিষদবর্গ উত্তরে কী বলেছেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ۝ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ ۝

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুকনো দেখলাম। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে এ স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও, যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো। তারা বললো, এটা অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৩-৪৪)

সেই মুহূর্তে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর ইউসুফ আ. এর কথা মনে পড়লো। তৎক্ষণাৎ সে বাদশাহর নিকট গিয়ে বললো; আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। আমাকে এজন্য ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

وَ قَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝

অর্থঃ বন্দীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং লম্বাকাল পর তার (ইউসুফ আ. এর কথা) স্মরণ হলো। সে বললো, আমি আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারব। আমাকে ইউসুফ আ. এর নিকট প্রেরণ করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৫)

এ পর্যায়ে সে ইউসুফ আ. এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগার আবদ্ধ থাকার কথাও বর্ণনা করে অনুরোধ করলো যে, যেন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বাদশাহ সেই লোকের কথা মতো তাকে ইউসুফ আ. এর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সে ইউসুফ আ. এর কাছে গিয়ে আরজ করলো। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ○

অর্থঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটা-তাজা গাভী তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুকনো শীষ। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে পথনির্দেশ করুন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে অবগত করতে পারি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৬)

লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ আ. এর সত্যবাদিতা বা কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার স্বীকৃতি প্রকাশ করলো। অতঃপর আবেদন করলো যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্নটি হচ্ছে, বাদশাহ সাতটি মোটা তাজা গাভী দেখেছেন, যেগুলোকে অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে। এ ছাড়াও তিনি সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ দেখেছেন। আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে আমি ফিরে গিয়ে বাদশাহর কাছে তা বর্ণনা করবো। আর অবশ্যই এতে তিনি আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হযরত ইউসুফ আ. উক্ত স্বপ্নের বিবরণ শুনে তার ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভী সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর অতিক্রান্ত হবে। তেমনিভাবে সাতটি শীর্ণ অর্থ হচ্ছে, এরপর দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আর এগুলো সাতটি গাভীতে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে। কুরআন পাকের নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ○

অর্থঃ ইউসুফ আ. বললেন, তোমরা একাধারে সাত বছর উত্তমরূপে ফসল আবাদ করবে। অতঃপর তোমরা যে ফসলাদি উত্তোলন করবে, তার মধ্যে থেকে নিজেদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে অবশিষ্ট ফসলাদি শীষের মধ্যেই রেখে গুমাদজাত করে রাখবে। এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে। তোমরা আগে যা গুদামজাত করে রেখেছিলে, এ সাত বছরে তা থেকে খেতে থাকবে। তবে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৭-৪৮)

বাদশাহর স্বপ্নে মূলত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভালো ফসল হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. এর সাথে আরো একটু বিষয় যুক্ত করে বললেন,

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ○

অর্থঃ এরপরেই আসবে এমন একটি বছর, যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৯)

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, এক বছর খুব বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে।

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ. কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন। যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান তারা লাভ করে এবং এতে তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায়। তাতে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।

তদুপরি ইউসুফ আ. শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছর যেই অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে পুরোনো হওয়ার পর গমে পোঁকা না লাগে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোঁকা লাগে না।

ইউসুফ আ. এর কারামুক্তি

বাদশাহ নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে আশ্বস্ত হলেন এবং ইউসুফ আ. এর জ্ঞান গরিমায় বিমুগ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন যে, তাকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো। আদেশের সাথে সাথে বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছলো।

ইউসুফ আ. সুলম্বা বন্দিজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর ফরমানকে সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তা করলেন না। বরং আল্লাহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, সেই মর্যাদার আলোকে তাঁদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যবস্থা করলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ۝

অর্থঃ ফিরে যাও তোমরা মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করো ঐ রমনীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব তো তাদের ছলনা সবই অবগত। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫০)

ইউসুফ আ. বললেন, তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, যে সকল মহিলারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারে বাদশাহ জানেন কি না? এবং আমাকে নির্দোষ বলে জানেন কি না?

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পাওয়ার পরও সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না, বরং আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাতে চাইলেন। তাই বাদশাহ যখন ইউসুফ আ. কে মুক্ত করে রাজদরবারে তার নিকট নেয়ার জন্য দূত পাঠালেন, তখন তাকে বাদশাহর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং বলে পাঠান যে, যে মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে হতভম্ব হয়ে হাত কেটে ছিল, তাদের মাধ্যমে যেন তিনি ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِیْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ۝

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, ইউসুফকে (মুক্ত করে) আমার নিকট নিয়ে এসো। যখন দূত (এ পয়গাম নিয়ে) ইউসুফ আ. এর নিকটে এলো, তিনি তাকে বললেন, তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো সেই মহিলাদের কী হাল যারা হাত কেটেছিল? নিশ্চয়ই আমার প্রভু তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫০)

আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ না করার কারণ

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ. এখানে ঐ সকল মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা হাত কেটেছেন, কিন্তু আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

এর কারণ হচ্ছে, যেহেতু ইউসুফ আ. আযীযঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাই ভদ্রতার খাতিরে সরাসরি আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। তবে তার জানা আছে যে, সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলেই আযীয পত্নীর কথা এমনিতেই বেরিয়ে আসবে।

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। আর তা এ মহিলাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যেতে পারে এবং তাতে তাদের তেমন কোনো অপমানও নেই। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দেওয়ার দোষ তাদের ঘাড়ে চাপবে। কিন্তু আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। তাই সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশী হতো।

তৃতীয় কারণ এই যে, আযীয পত্নী আযীয মিসর-এর নিকট ঘটনা অস্বীকার করে ইউসুফ আ. এর উপর দোষ চাপালেও হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের নিকট নিজের সব দোষ অকাতরে স্বীকার করেছেন এবং তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করলে কঠোর শাস্তি প্রদানের হুমকি দিয়েছেন। সুতরাং হস্ত

কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই সত্য ঘটনা প্রমাণ হয়ে পড়বে এবং ঘটনার রহস্য আগা-গোড়া সব উদঘাটিত হয়ে যাবে। আর এতে করে ইউসুফ আ. এর নির্দোষিতা তো প্রমাণ হবেই, অধিকন্তু তাঁর সততা, সৎপরায়ণতা ও চারিত্রিক পবিত্রতাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ইউসুফ আ. সাথে সাথে আরো বললেন, "আমার পালনকর্তা তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরি সম্পর্কে সম্যক অবগত।" সুতরাং আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন এবং তিনি যেন বুঝতে পারেন যে, ইউসুফ আসামী হিসাবে জেলে ছিলেন না, বরং মজলুম হয়ে জেলে ছিলেন।

কুরআন মাজীদের আয়াতের এ অংশে সূক্ষ্মভাবে ইউসুফ আ. এর পবিত্রতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. এর দাবী অনুযায়ী হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদরেকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনার তদন্ত করলেন। তখন যুলাইখা ও অন্যসব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করলো। পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۖ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

অর্থঃ বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন, তোমাদের ঘটনা সম্পর্কে কী মূল্যায়ন যখন তোমরা ইউসুফকে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলিয়েছিলে? তারা বললো, সুবহানাল্লাহ! আমরা তাঁর সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। তখন আযীযপত্নী বললো, এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমিই তাকে স্বীয় কামনা

চরিতার্থের জন্য ফুঁসলিয়েছিলাম এবং নিঃসন্দেহে সে-ই সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫১)

স্বীয় পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ হওয়ার পর ইউসুফ আ. আশ্বস্ত হলেন। অতঃপর নিজের এ প্রক্রিয়ার পক্ষে সাফাই প্রকাশ করে বললেন,

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ○

অর্থঃ আমার এ তদন্ত কামনা এজন্য যে, যাতে আযীযে মিসর জানতে পারেন, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে এগুতে দেন না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫২)

মিসরের বাদশাহ তখন ইউসুফ আ. এর সততা, সাধুতা ও বিশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুষ্ট হলেন। তাই পুনরায় দূতকে ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠিয়ে বললেন, ইউসুফ আ. কে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত উপদেষ্টা নির্বাচিত করবো।

নির্দেশ অনুযায়ী ইউসুফ আ. কে সসম্মানে কারাগার থেকে রাজ দরবারে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন, "আপনি আজ থেকে আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব।" কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ○

অর্থঃ বাদশাহ বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের একান্ত সহকারী বানাবো। অতঃপর তিনি যখন তার

সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৪)

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছলো এবং বাদশাহর পয়গাম পৌঁছলো, তখন ইউসুফ আ. সব কারাবাসীর জন্য দু'আ করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহর দরবারে পৌঁছে এই দু'আ পড়লেন,

حَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ خَلْقِه، عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنَاءُهُ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهُ،

অর্থঃ আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টির মুকাবিলায় আমার রবই আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে, তার স্থান সিফাত উচ্চ মর্যদার হয়ে যায় তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

অতঃপর ইউসুফ আ. আরবী ভাষায় সালাম প্রদান করেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দু'আ করেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। ইউসুফ আ. বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দু'আ হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদশাহ ইউসুফ আ. এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির জন্য তাঁর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ইউসুফ আ. তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং সাথে সাথে আরবী ও হিব্রু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষাও শুনিয়ে দেন। এতে যোগ্যতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর বাদশাহ বললেন, আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। ইউসুফ আ. প্রথমে মূল স্বপ্ন সম্বন্ধে এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। অতঃপর সেই স্বপ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলেন।

বাদশাহ বললেন, আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন? ইউসুফ আ. বললেন, এটা আমার, আপনার ও সকলের প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন।

অতঃপর বাদশাহ পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ আ. বললেন, প্রথম সাত বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে, জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছড়ার মধ্যে নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুত থাকবে এবং আপনি তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবেন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশিরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিত মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ আ. তাকে যথাবিহিত পরামর্শ দিয়ে বললেন,

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থঃ আমাকে দেশের ধনভাণ্ডার নিযুক্ত করুন। আমি (আল্লাহর রহমতে) বিশ্বস্ত রক্ষক ও বেশ অভিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৫)

অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমি সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন)

একজন অর্থমন্ত্রীর মাঝে যেসব গুণ থাকা দরকার, উপযুক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ আ. তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধন-সম্পদ বিনষ্ট থেকে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্র করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা দরকার, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কমবেশি না করা। حَفِيْظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনীয় গুণ এবং عَلِيْمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণের নিশ্চয়তা বহন করছে।

বাদশাহ যদিও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর তাক্বওয়া ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাঁকে অর্থমন্ত্রী পদ সোপর্দ করলেন না, বরং আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্যে তাঁকে এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজ দরবারে রেখে দিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বাদশাহ শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়, বরং সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর নিকট সোপর্দ করে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেন। সম্ভবত এই বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে বাদশাহর পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন, এ সময়ই যুলাইখার স্বামী আযীযে মিসর কিতফীর মৃত্যু বরণ করেন এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ সম্পাদন করা হয়।

তখন ইউসুফ আ. যুলাইখাকে বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলাইখা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেন।

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব সুখ-শান্তিতে তাঁদের দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁদের ঔরশে দুজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহর তা'আলা ইউসুফ আ. এর অন্তরে যুলাইখার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যে, যুলাইখার অন্তরে ততটুকু ইউসুফ আ.-এর প্রতি ছিল না। এমনকি একবার ইউসুফ আ. যুলাইখাকে অভিযোগের সুরে বললেন, এর কারণ কি যে, আগের ন্যায় আমাকে ভালোবাসো না? উত্তরে যুলাইখা বললেন, আপনার উসিলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ভালোবাসার সামনে অন্য সব সম্পর্ক ও ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। (তাফসীরে মাযহারী)

তবে উল্লেখ্য যে, তাঁদের এ বিবাহের এসব ঘটনার স্বপক্ষে মজবুত কোনো হাদীস নেই। সুতরাং এর উপর ততটা ইয়াকীন করা যায় না।

মিসরের বাদশাহ ইউসুফ আ.

এক বছর হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ রাজ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন। তখন হযরত ইউসুফ আ. কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা রাজত্ব ইউসুফ আ. এর নিকট সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। (তাফসীরে মাযহারী; তাফসীরে কুরতুবী)

কুরআন মাজীদের নিম্নোলিখিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ○

অর্থঃ এমনি করে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তিনি তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা রহমত পৌঁছে দেই এবং আমি নেককারদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৬)

ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসা মুখর হয়ে উঠলো এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল।

রাষ্ট্রের দায়িত্বপালনে ইউসুফ আ. কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি তিনি দীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেন। বিশিষ্ট তাফসীরবিদ আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দিয়ে ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধিবিধান জারী করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি সর্বদা এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জনগণের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ আ. এমন কাজ করেন, যার নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইউসুফ আ. পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বললো, মিসর সম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-সম্পদ আপনার কবজায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সে জন্য এটা করি। সেই সাথে তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দেন, দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইউসুফ আ. যেহেতু পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মজুদ শস্য-ভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাখলেন। মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো।

দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লো এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগলো। তাদেরকে ইউসুফ আ. একটি বিশেষ পরিমাণে খাদ্যশস্য দিতেন; এর বেশী দিতেন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর পরিমাণ এক ওয়াসাক অর্থাৎ ষাট সা‘ লিখেছেন, যা আমাদের দেশীয় ওজন অনুযায়ী দুইশ দশ সের (পাঁচ মনের কিছু বেশী হয় বা প্রায় ১৯৫ কেজি হয়)।

তিনি এ কাজটিতে এত গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। আর তখন শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চলও এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল।

হযরত ইয়াকূব আ. এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা ‘খলীল’ নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ আ. এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকূব আ. এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়।

সে সময় মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে অনেক খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। তখন হযরত ইয়াকূব আ. এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি নিজেই স্বয়ং জনসাধারণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। তাই তিনি পুত্রদেরকে বললেন, তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠানোর মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন ছিলেন ইউসুফ আ. এর সহোদর ভাই। ইউসুফ আ. নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে ইয়াকূব আ. এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। খাদ্যশস্য আনার জন্য তাকে পাঠালেন না।

ইউসুফ আ. এর ভাইদের মিসরে আগমন

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ আ. শাহী পোশাকে রাজাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভাইরা তাঁকে পথিক কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী, ইউসুফ আ. শাহী পোশাকে রাজাধিপতির বেশে তাদের সামনে যখন এলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। (তাফসীরে মাযহারী)

বলাবাহুল্য, এত লম্বা সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর ভাইদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যেই বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ আ. কে চিনলো না। কিন্তু ইউসুফ আ. তাদেরকে চিনে ফেললেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ○

অর্থঃ ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের আগমন করলো। অতঃপর তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৮)

ইউসুফ আ. এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে ইবনে কাসীর রহ. আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই রাজ দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ আ. তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়। যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য কথা ব্যক্ত করে।

প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাতো হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কীভাবে আসলে। তারা বললো, আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন, তোমরা যে সত্য বলছো এবং তোমরা কোনো শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করবো? ভাইয়েরা বললো, আল্লাহর পানাহ! আমাদের দিয়ে এরূপ কখনো থেকে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব আ. এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব আ. ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বিবৃত হোক, তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ আ. এর মূল লক্ষ্য। তাই এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি?

তারা বললো, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাঁকে সর্বাধিক আদর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করতেন। এরপর ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

তাদের সব কথা শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

আগেই বণ্টনের ব্যাপারে ইউসুফ আ. এর এ রীতি ছিল যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। ভাইদের কাছ থেকে নিজ বাড়ির সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি ভাইদেরকে বললেন,

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

অর্থঃ তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের ছোট সৎভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। কেননা, তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কীভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং উত্তম অতিথি আপ্যায়ন করি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৯)

এরপর তিনি ভাইদেরকে একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে দিলেন,

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○

অর্থঃ কিন্তু যদি তোমরা সেই সৎভাইকে সাথে নিয়ে না আসো, তাহলে আমি তোমাদেরকে কোনো খাদ্যশস্য দেব না এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬০)

ইউসুফ আ. অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি বা অলংকারাদি

জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন। যাতে বাড়ি পৌঁছে তারা যখন আসবাবপত্র খুলবে এবং তাদের প্রদানকৃত মূল্য প্রত্যার্পিত দেখতে পাবে, তখন যেন সহজেই পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○

অর্থঃ ইউসুফ স্বীয় কর্মচারীদেরকে বললেন, তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদপত্রের মধ্যে রেখে দাও। এতে হয়ত তারা স্বজনদের কাছে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, যাতে তারা পুনরায় আসতে পারে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬২)

ইউসুফ আ. কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও যেন তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ আসে।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলো, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বললো, মিসরের বাদশাহ আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, তা না হলে নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামীনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন। এতে আমাদের খাদ্যশস্য লাভের পথ সুগম হবে এবং তার কারণে বর্ধিত খাদ্যশস্য পাবো। আর আমরা আশ্বস্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করছি যে, তার পুরোপুরি হিফাযত করবো। তার কোনো ধরনের কষ্ট হবে না। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ○

অর্থঃ তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা খাদ্যশস্য বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হিফাযত করবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৩)

ছেলেদের আবেদনের জবাবে ইয়াকূব আ. যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে :

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ

অর্থঃ তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন এরআগে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৪)

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পয়গাম্বরসূলভ তাওয়াককুলের ভিত্তিতে তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন,

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ○

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলাই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৪)

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা সম্পর্কেই তাদের কথাবার্তা চলছিল। আসবাবপত্র তখনো খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরিশোধিত নগদ অর্থকড়ি ও অলংকারাদি আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারলো যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের পুঁজি তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

তখন তারা পিতাকে বললো, আমরা আর কী চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মিসরের বাদশাহ আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া ভাইকে সঙ্গে নিলে, তার অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাবো। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাটি বিবৃত হয়েছে,

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ○

অর্থঃ যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো, তখন তারা তাতে নিজেদের পণ্যমূল্য প্রত্যার্পিত পেল। তারা তখন বললো, হে আমাদের আব্বা! আমরা আর কী চাই, দেখুন, এই যে, আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আবার রসদ আনবো। আর আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করবো এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনবো। ঐ বরাদ্দ খুবই সহজ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৫)

তাদের এসব কথা শুনে ইয়াকূব আ. যে উত্তর দিলেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ

অর্থঃ তিনি বললেন, তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

উল্লেখ্য, সত্যাশ্রয়ীগণের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কখনো অন্তর্হিত হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ তা'আলার শক্তির সামনে তারা নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। তারা কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে? কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তাদের নেই।

اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ

অর্থঃ ঐ অবস্থা ছাড়া, যখন (ঘটনাক্রমে) তোমরা সবাই কোনো বেষ্টনীতে আটকে যাও। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ রহ. বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঘটনাচক্রে তোমরা সবাই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ রহ. এর মতে এর অর্থ এই যে, যদি তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়ো। অর্থাৎ সেই অবস্থায় যেহেতু তোমরা অপারগ, তাই তখন বিনয়ামীনকে হেফাযতের দায়িত্বের ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য হবে।

ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করলো, তখন ইয়াকূব আ. সার্বিক বিষয় মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে বললেন, বিনয়ামীনের হেফাযতের ব্যাপারে হলফ নেওয়া ও হলফ করার সে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ হিফাযত করতে পারে এবং কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

অর্থঃ অতঃপর যখন তারা তাঁকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিলো, তখন তিনি বললেন, আমরা যা কিছু বলছি, তা আল্লাহরই কাছে সোপর্দ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৬)

বিনয়ামীনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিসরে আগমন

ছোট ভাই বিনয়ামীনকে নিয়ে যখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার মিসর সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, তখন ইয়াকূব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। এরূপ উপদেশ এজন্য দিয়েছিলেন যে, তারা ছিল স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুদর্শন ও রূপ-ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী। এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই, তখন কারো বদনজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

অবশ্য মহান আল্লাহর উপর তাঁর পুরোপুরি ভরসা ছিল। তবে তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে আসবাব ইখতিয়ার করাই তো কর্তব্য। তাই তিনি এ উপদেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে,

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

অর্থঃ ইয়াকূব আ. বললেন, হে আমার বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ফয়সালা থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। ফয়সালা তো কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৭)

উল্লেখ্য, ইয়াকূব আ. এ সফরে বিনয়ামীনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে আশাহত হতে হয়েছে। কেননা, অন্য এক ঘটনাসূত্রে বিনয়ামীনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। নিম্নেবর্ণিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا ؕ

অর্থঃ তারা যখন পিতার কথামতো প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার বিপরীত তা তাদের কোনো কাজে আসল না। কিন্তু ইয়াকূব আ. তাঁর মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিলেন মাত্র। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৮)

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবির ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আশংকাকৃত কুদৃষ্টি, হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের যে ঘটনা অনিবার্য ছিল, তা সংঘটিত হয়েছে। তবে তদবিরের এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার বরকতে পরবর্তী সময়ে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতের প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইউসুফ আ. ও বিনয়ামীন এর সাথে ইয়াকূব আ. এর সাক্ষাত লাভ হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা মিসরে প্রবেশ করে ইউসুফ আ. এর নিকট গেল। ইউসুফ আ. তাদের ছোট ভাই বিনয়ামীনকে সাথে দেখে খুব খুশি হলেন এবং তাদের উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. ছোট ভাই বিনয়ামীনকে বিশেষ একটি হিকমতের মাধ্যমে নিজের সাথে রেখে দিলেন। সেই হিকমত সম্পর্কে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ কাতাদাহ রহ. বলেন, সব ভাইদের থাকার ব্যবস্থা করে ইউসুফ আ. প্রতি দুজনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামীন একা থেকে গেল। তখন ইউসুফ আ. তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন।

সেখানে যখন উভয়েই একান্তে মিলিত হলেন, তখন ইউসুফ, আ. বিনয়ামীনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভায়েরা এ যাবত যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তার জন্য মনে কষ্ট নেয়ার প্রয়োজন নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে,

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

অর্থঃ যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন। আর বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর ভাই। অতএব, তারা যা করছিল, সেজন্য দুঃখ করো না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৬৯)

ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন

এরপর ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার এবং বিনয়ামীনকে ছাড়া-ই ভাইদেরকে বিদায় করার মনস্থ করলেন। সেজন্য এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো এবং সে সময় বিনয়ামীনের নামে যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে উঠানো হলো, তাতে বাদশাহর একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِّقَايَةَ। শব্দ দিয়ে এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ। শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

السِّقَايَةَ। শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমন ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একে الْمَلِكِ। তথা বাদশাহর দিকে সম্পৃক্ত করার ফলে বিশেষভাবে বুঝা গেল যে, এ পাত্রটি বেশ মূল্যবান ছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়েতে রয়েছে, পাত্রটি ‘যবরজদ’ পাথর দিয়ে তৈরিকৃত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণনির্মিত এবং কেউ রৌপ্যনির্মিতও বলেছেন।

বিনয়ামীনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এটি সম্পৃক্ত হওয়ার এর এ বিশেষত্ব প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাদশাহ নিজে এটা ব্যবহার করতেন, কিংবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

অতঃপর ইউসুফ আ. এর ভাইদের কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হলো, তখন জনৈক ঘোষক ডেকে বলল,

কাফেলার লোকজন! আপনারা চোর। কুরআনে হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

অর্থঃ অতঃপর যখন ইউসুফ আ. তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলল, হে কাফেলার লোকজন! আপনারা নিশ্চয় চোর। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭০)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ঘোষণাকারীদের ঘোষণা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তোমরা আমাদেরকে চোর বলছো! প্রথমে একথা আমাদেরকে বলো যে, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ? ঘোষণাকারীরা বললো,

نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

অর্থঃ আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ তা এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে। এ ব্যাপারে আমি এর জামিন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭২)

তখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বললো,

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ○

অর্থঃ আল্লাহর কসম! আপনার তো অবশ্যই জানেন, আমরা কিছুতেই এতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৩)

তখন রাজকর্মচারীরা জব্দ করে বললো,

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ○

অর্থঃ যদি আপনার মিথ্যাবাদী হন, তাহলে তার শাস্তি কী হবে? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৩)

তখন নিজেদের দেশের কানুন বর্ণনা করে ইউসুফ আ. এর ভায়েরা বললো,

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ○

অর্থঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদান সে নিজেই হবে। এভাবে আমরা জালিমদেরকে শাস্তি দিই। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৫)

অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব আ. এর শরী'আতে চোরের শাস্তি এই ছিল যে, চোর যার মাল চুরি করবে, সে চোরকে গোলাম বানিয়ে রাখবে।

রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভাইদের মুখ থেকে ইয়াকূবী শরী'আত অনুযায়ী চোরের শাস্তি ব্যক্ত করলো, যাতে বিনয়ামীনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে, তারা নিজেরাই ফয়সালা অনুযায়ী বিনয়ামীনকে ইউসুফ আ. এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর সরকারী কর্মচারীরা ইউসুফ আ.এর ভাইদের আসবাবপত্র তল্লাশী করতে লাগলো। তারা তাদের কৌশলের ব্যাপারটিকে আড়াল করার জন্য এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য প্রথমেই বিনয়ামীনের রসদপত্রে তল্লাশী করলো না, বরং শুরুতে অন্য ভাইদের রসদপত্রে তল্লাশী করলো। যাতে এ নিয়ে তাদের মনে কোনো খটকা না লাগে। অবশেষে বিনয়ামীনের রসদপত্র তল্লাশী করা হলো, তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হলো।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে,

فَبَدَاَبِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ

অর্থঃ অতঃপর ইউসুফ আ. আপন ভাইদের থলের আগে তাদের (অন্য ভাইদের) থলে তল্লাশী করলেন। অবশেষে আপন ভায়ের থলে তল্লাশী করে সেখান থেকে পানপাত্রটি বের করলেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

তখন ইউসুফ আ. এর ভায়েরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের বড়গলা রইল কোথায়? তাই লজ্জায় তাদের মাথা নিচু হয়ে গেল এবং তারা বিনয়ামীনকে গালমন্দ করে বললো, তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে!

এ ঘটনার আগেই ইউসুফ আ. বিনয়মানীকে স্বীয় কৌশলের ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। তাই বিনয়ামীন উক্ত ঘটনায় কোনোরূপ বিচলিত হলেন না এবং ভাইদের তিরস্কারের প্রেক্ষিতেও কোনো প্রতি উত্তর করলেন না।

বিনয়ামীনের রসদপত্র থেকে পাত্রটি বের হওয়ায় ইউসুফ আ. ইয়াকূবী শরী'আত অনুযায়ী বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তিনি সে দেশের বাদশাহর আইন অনুযায়ী তাকে রাখতে পারতেন না। কেননা, মিসরে আইনে তাকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। তাই যাতে তার ক্ষেত্রে ইয়াকূবী শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করা যায়, সে জন্য আগেই ভাইদের মুখ থেকে ইয়াকূব আ. এর দেশের রীতি অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সেই অনুযায়ী বিনয়ামীনকে আটকে রাখা বিধিসম্মত হলো। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ আ. এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

নিম্নোক্ত আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে,

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ

অর্থঃ এমনিভাবে আমি ইউসুফ আ. এর জন্য বিশেষ কৌশল সৃষ্টি করে দিলাম। তিনি বাদশাহর আইনে কখনো আপন ভাইকে আটকে রাখতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

ইউসুফ আ. এর উপর চুরির অপবাদ

এ পর্যায়ে ইউসুফ আ. এর ভায়েরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো, সে যদি চুরি করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, তার এক সহোদর ভাইও এরআগে চুরি করেছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে,

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ

অর্থঃ তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও তো এরআগে চুরি করেছিল। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

এভাবে ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা স্বয়ং ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করলো! এতে ইউসুফ আ. এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। সেই ঘটনা হচ্ছে, এখানে বিনয়ামীনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে কৌশল করা হয়েছে, তখনও হুবহু এমনিভাবে ইউসুফ আ. এর বিরুদ্ধেও তার অজান্তে চুরির অপবাদ দিয়ে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভাইয়েরা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ আ. সম্পূর্ণ নির্দোষ। বরং যারা অপবাদ দিয়েছে, তারাই কুচক্রী। কিন্তু এখন বিনয়ামীনের প্রতি আক্রোশের বসে সেই ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ আ. কে তাতে অভিযুক্ত করে দিল।

সেই চুরির অপবাদের ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদ রহ. এর বরাত নিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইউসুফ আ. এর জন্মের পর কিছু কালের মধ্যেই বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করে। তাকে প্রসবের পর তাদের জননীর মৃত্যু হয়। তাতে ইউসুফ ও বিনয়ামীন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তখন তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. কে শিশুকাল থেকেই এমন অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাঁকে যে-ই দেখত, সে-ই তাঁর সীমাহীন স্নেহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তা-ই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না।

এদিকে পিতা ইয়াকূব আ. এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু ছোট শিশু হওয়ার কারণে কোনো মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী। বিধায় তাঁকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. যখন চলাফেরার বয়সে পৌঁছলেন, তখন পিতা ইয়াকূব আ. তাঁকে নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা জানালে প্রথমে তিনি আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফ আ. তঁর পিতার হাতে সমর্পণ করলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কিন্তু বাহ্যত তাকে দিলেও মন থেকে তাকে দূরে রাখতে পারছিলেন না। তাই কোনো কৌশলে তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক আ. এর কাছ থেকে একটি হার পেয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ফুফু এই হারটিই এক সময়ে চুপিসারে ইউসুফ আ. এর জামার নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন। কিছু সময় পরে হযরত ইউসুফ আ. গেলে, ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হারটি চুরি হয়ে গেছে। তখন তল্লাশী করার পর ইউসুফ আ. এর কাছ থেকে তা বের হলো। তাতে ইয়াকূবী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী, ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে নিজের নিকট রাখার অধিকার পেলেন।

ইয়াকূব আ. যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ. কে ততদিন ফুফুর কাছে রেখেছিলেন। ফুফুর মৃত্যুর পর ইউসুফ আ. কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

এ ছিল সেই ঘটনা, যাতে ইউসুফ আ. মিথ্যা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিভিন্ন ঘটনায় সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউসুফ আ. তো চুরি করেনই নি, এমনকি তাঁর চরিত্র এমন নিষ্কলুষ যে, সে ধরনের কোনো সন্দেহ থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। বরং ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করেছিল।

এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। তাই ইউসুফ আ. কে কোনো চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের বৈরিভাব অদ্যাবধি বিরাজমান ছিল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সেই সাথে তাঁর সহোদর ভাইয়ের (কল্পিত) চুরির ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ আ. ভাইদের কথা শুনে তা মনে মনেই রাখলেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে,

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ

অর্থঃ ইউসুফ আ. (তা শুনেও) প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

তবে তখন তিনি মনে মনে এ কথা বললেন,

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○

অর্থঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ। অবশ্যই আল্লাহ খুব অবগত রয়েছেন সে ব্যাপারে, যা তোমরা বর্ণনা করো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৭)

দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়। প্রথম প্রশ্ন হয় এই যে, ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন? অথচ তিনি জানতেন যে, এক তো স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল। এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে রাখলে তার বিচ্ছেদে পিতা আরো শোকাতুর হয়ে যাবেন। সুতরাং তিনি তা কীরূপে বিবেচনা করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হলো এবং তা প্রমাণে গোপনে

বিনয়ামীনের আসবাবপত্রের মধ্যে বিশেষ পাত্র রেখে দেওয়া হলো, আর প্রকাশ্যে তাদেরকে চোর বলে লাঞ্ছিত করা হলো। অথচ সন্দেহ নেই যে, এসব কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুলো কিভাবে করলেন?

এর জবাব আল্লামা কুরতুবী রহ. সহ কোনো কোনো মুফাসসীর এটা বর্ণনা করেছেন যে, বিনয়ামীন যখন ইউসুফ আ. কে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন অন্য ভাইদের সাথে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং তাঁর কাছে যেন রাখা হয়। তখন হযরত ইউসুফ আ. প্রথমে এ অজুহাত পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে আটকে রাখা। কিন্তু বিনয়ামীন সেই ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ ধরনের অবস্থাকেও গ্রহণ করে নিল।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বিনয়ামীনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না।

তাই কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ আ. এর অজ্ঞাতসারে এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে ভাইদেরকে চোর বলেছিল। কিন্তু এ অভিমত যেমন প্রমাণহীন তেমনি ঘটনার সাথে অসংলগ্ন।

আবার কেউ কেউ কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, ভাইয়েরা ইউসুফ আ. কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা-ই যা আল্লামা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকারগণ জোরালোভাবে দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বিনয়ামীনের ইচ্ছার ফলশ্রুতি ছিল না এবং ইউসুফ আ. এর প্রয়াসের ফলও ছিল না; বরং এসব ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকূব আ. এর পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে,

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ

অর্থঃ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করে দিয়েছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কৌশলকে পরিষ্কারভাবে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে এগুলোকে হযরত মূসা আ. এর সামনে হযরত খিজির আ. কর্তৃক নৌকা ভাঙা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই শুধু আল্লাহর কাজ ছিল বলেই মূসা আ. সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার আওতায় করে যাচ্ছিলেন। তদ্রুপ এগুলোও প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ আ. এর জন্য গুনাহের কাজ ছিল না। বরং মহান আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ছিল। হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা একটি নিদর্শন।

বিনয়ামীন এর মুক্তির ব্যাপারে বাদশাহর দরবারে আবেদন

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন দেখলো যে মুক্তির কোনো উপায়-ই নেই এবং বিনয়ামীনকে বাদশাহ রেখে দিতেই মনস্থ করেছেন,

তখন অন্যভাবে তারা বিনয়ামীনকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। তারা বাদশাহর দরবারে আবেদন জানিয়ে বললো,

يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থঃ হে আযীয! তার পিতা খুব বয়োবৃদ্ধ। (তিনি এ ছেলেকে খুব আদর করেন) সুতরাং আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন জ্ঞান করছি। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৮)

ভাইদের আবেদন শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন,

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

অর্থঃ আল্লাহর পানাহ চাই যে, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার করবো। তাহলে তো আমরা জালিম বলেই গণ্য হবো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৯)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্র হলো। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের বড় ভাই বললো,

اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ

فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

অর্থঃ তোমাদের কি মনে নেই যে, তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামীনকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? আর তোমরা তো এরআগেও ইউসুফের ক্ষেত্রে

একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করবো না যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোনো ফয়সালা প্রদান করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮০)

এরপর বড় ভাই বললেন,

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

অর্থঃ তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং গিয়ে তাকে বলো যে, হে আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮১)

আলোচ্য আয়াতে "আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না" বাক্যের মর্মার্থ হলো, আমরা আপনার অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। কিন্তু আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থার বিচার। অদৃষ্টের খবর তো আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব।

আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামীনের যথাসাধ্য হিফাযত করেছি, যাতে সে কোনোভাবে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালেও অজান্তে সে এমন কাজ করবে এবং আটক হবে, তা আমাদের জানা ছিল না।

কথামতো ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা সেভাবেই পিতাকে গিয়ে বলল। তদুপরি যেহেতু তারা এর আগে পিতাকে একবার ধোঁকা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েছিল, ফলে তারা জানত যে তাদের এ কথায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবে না এবং তাই তারা তাদের কথাকে জোরালো করার জন্য বললো,

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ○

অর্থঃ আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিদেরকে, যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের কাছে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮২)

এর আগে যেহেতু ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল, তাই এবারও ইয়াকূব আ. তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যদিও এবার তারা তাদের জানা অনুযায়ী বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এক্ষেত্রে ইয়াকূব আ. ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ আ. এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ

অর্থঃ কিছুই না, বরং তোমরা মনগড়া একটি কথা সাজিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণই উত্তম। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৩)

এ ঘটনায় ইউসুফ আ. এর ভাইয়ের সত্য কথা বলা সত্ত্বেও হযরত ইয়াকূব আ. আগের ন্যায় মন্তব্য করলেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, কোনো নবী-রাসূলগণ গায়েব জানেন না।

উল্লিখিত বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, মনগড়া কথা বলে ইয়াকূব আ. ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে

বিনয়ামীনকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়েছিল। আর তোমাদের পক্ষ থেকে সেই চুরির সমর্থন যোগান হয়েছিল, যা ছিল মিথ্যা।

অবশ্য এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের বিনিময়ে ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে পাওয়ার ব্যাপারে ইয়াকূব আ. আশান্বিত হলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ

অর্থঃ (ইয়াকূব আ. বললেন) আশা করা যায় যে, সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৩)

সন্তানের বিরহে ইয়াকুব আ. দুঃখ ও অশ্রু বিসর্জন

অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব আ. এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যলাপ ত্যাগ করে মহান পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন। আর আগের স্মৃতিচারণ করে ইউসুফ আ. এর জন্য দিলের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন,

يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ

অর্থঃ হায় আফসোস! ইউসুফের জন্য।

এভাবে দুঃখে ও অশ্রু বিসর্জনে তাঁর চক্ষু বিবর্ণ হয়ে গেল। নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

অর্থঃ আর দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪)

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

তার চোখ সাদা বর্ণ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল।

তাফসীরবিদ মুকাতিল রহ. বলেন, ইয়াকুব আ. এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টি প্রায় লোপ পেয়েছিল।

فَهُوَ كَظِيْمٌ

অর্থঃ "তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।"

অর্থাৎ কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كظم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষদে তাঁর মন নির্মোহ হয়ে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা ও ইউসুফের জন্য আকুতি দেখে বলতে লাগলো,

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

অর্থঃ আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা নিঃশেষ না হন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮৫)

ইয়াকুব আ. ছেলেদের কথা শুনে বললেন,

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থঃ আমি তো আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহ তা'আলার সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১৮৬)

মহান আল্লাহর তরফ থেকে নিশ্চয়ই ইয়াকুব আ. ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর তরফ থেকে যা জানি, তোমরা তা জানো না।"

এরপর সেই সূত্রেই হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদের বললেন,

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ○

অর্থঃ বৎসরা! যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে খোঁজ করো এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭)

ইয়াকুব আ. এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ করো এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। এর আগে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তাকদীরেরই ব্যাপার। এর আগে তাদেরকে পাওয়ার কোনো আভাস তিনি পান নি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার পর তিনি সেই নির্দেশ দিলেন।

এক্ষেত্রে বিনয়ামীনকে পাওয়ার স্থান তো নির্দিষ্টই ছিল। তা ছিল মিসর, যেখানে তাকে আটক রাখা হয়েছে। সেই সাথে ইউসুফ আ. কেও খোঁজার সিদ্ধান্ত হলো। ওদিকে পরিবারের জন্য খাদ্য আনারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই সব উদ্দেশ্য মিলিয়ে ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে পুনরায় মিসরে পাঠালেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কেউ কেউ বলেন, আযীযে মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব আ. প্রথমবার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, তিনিই হয়তো তাঁর হারানো ইউসুফ। দ্বিতীয়ত বিনয়ামনীকে তাঁর রেখে দেওয়ার দ্বারা এ সম্ভাবনা প্রবল হলো।

ইউসুফ আ. ভাইয়েরা যখন পিতার নির্দেশ মুতাবিক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে মিসরের সাথে সাক্ষাত করলো, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করলো এবং নিজের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বললো,

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

অর্থঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিজনবর্গ নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অতি নগণ্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা অনুরোধ করছি আপনি আমাদের রসদের পুরোপুরি বরাদ্ধ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৮)

এখানে بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ "অতি নগণ্য পুঁজি"কে আরেক অর্থে কেউ কেউ "অচল পুঁজি" বলেছেন। অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রকম। কেউ বলেন, এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্যমুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য কিছু মামুলি আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُّزْجٰىةٍ শব্দের ব্যাখ্যা। এর

আসল অর্থ, এমন বস্তু যা নিজে সচল নয়, বরং জোরজবরদস্তি করে সচল করা হয়।

ইউসুফ আ. ভাইদের এহেন মিসকীনসূলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ আ. এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধিনিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল।

আযীযে মিসরের নামে হযরত ইয়াকুব আ. এর পত্র

তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়ায়েতে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব আ. আযীযে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ,

“ইয়াকুব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে মিসর সমীপে আরজ,

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারবারিক ঐতিহ্যের অংশবিশেষ। নমরুদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্তনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গাম্বরগণের সন্তানসন্ততি, আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াসসালাম।”

পত্র পাঠ করে হযরত ইউসুফ আ. কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ইউসুফ আ. নিজ ভাইদের প্রশ্ন করলেন,

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ○

অর্থঃ তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞতার মধ্যে? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৯)

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ আ. এর ভাইদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা এ বিষয়টিও ভেবে দেখলো যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোনো এক সময় ইউসুফ অনেক উচ্চ মর্তবায় পৌঁছাবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব, এ আযীযে মিসরই কি স্বয়ং ইউসুফ। এরপর আরও চিন্তাভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দিয়ে তারা ইউসুফকে চিনে ফেললো এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, “সত্যি কি আপনি ইউসুফ।”

জওয়াবে ইউসুফ আ. বললেন, “হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯০)

ভাইয়ের প্রসঙ্গটি এজন্যে জুড়ে দিলেন, যাতে করে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দুজনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়াগায় বিদ্যমান হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. আরো বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ পাক এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯১)

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইদের উপায় ছিল না। তাই তারা সবাই একযোগে বলে উঠলো, "আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

ভাইদের কথার উত্তরে ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ উত্থাপন করবো না।

এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর তিনি ভাইদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমার দু'আ করে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (অন্যায়) ক্ষমা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

এরপর ইয়াকুব আ. এর ব্যাপারে মনোনিবেশ করে তিনি বললেন, “তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার আব্বার চেহারার উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৩)

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, তাঁর ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বললো, এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণ আমার হাতেই হওয়া উচিত।

ইউসুফ আ. এর ভাইদের কাফেলা মিশর শহর থেকে বের হতেই ওদিকে কেনানে ইয়াকুব আ., নিকটে উপস্থিত লোকদেরকে বলতে লাগলেন, “যদি তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী মনে না করো, তবে শোনো, আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরী রহ. এর বর্ণনা মতে, আশি ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা‘আলা এত দূর থেকে ইউসুফ আ. এর জামার মাধ্যমে তার গন্ধ ইয়াকুব আ. এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ আ. যখন কেনানেরই এক কূপের ভিতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব আ. এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, এটা পয়গাম্বরগণের নিজস্ব কর্মকান্ড নয়, বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তা তার নির্দিষ্ট সময়েই আসে।

ইয়াকুব আ. এর কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৫)

ভাইয়েরা কেনানে পৌঁছে যখন স্বীয় পিতার কাছে ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে পাওয়ার সুসংবাদ দিলো এবং ইউসুফ আ. এর জামা ইয়াকুব আ. এর চেহারা মুবারকে রাখলো, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। এ সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

এরপর ইয়াকুব আ. বললেন, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি যা তোমরা জানো না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে আমি মিলিত হবো। এ আভাস আমি আগেই ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি।

নিম্নোল্লেখিত আয়াতে এ কথাটিই ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থঃ অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সেই জামাটি তাঁর চেহারায় রাখলো। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না? (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৬)

বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, "হে আব্বাজান! আমাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করুন। আমরা নিশ্চিত অপরাধী ছিলাম।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭)

ছেলেদের আবেদনের জওয়াবে হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, "আমি অতি সত্বর তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭)

হযরত ইয়াকুব আ. এখানে তৎক্ষণাৎ দু'আ করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দু'আ করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর দু'আ করবেন। কেননা, তখনকার দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়।

কোনো কোনো রিওয়ায়েতে আছে যে, ইউসুফ আ. ভাইদের সাথে দুইশত উটনী বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

হযরত ইয়াকুব আ. স্বপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে পিতা হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে ও পরিবারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকলকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন। আরেক রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিরানব্বইজন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

ইয়াকুব আ. মিসরে পৌঁছার নিকটবর্তী হলে, ইউসুফ আ. ও মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে গমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহি ও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হলো।

হযরত ইয়াকুব আ. সকলকে নিয়ে মিসরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর পর ইউসুফ আ. বাবা-মাকে একান্ত করে নিলেন এবং সবাইকে বললেন, আপনারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে মিসরে প্রবেশ করুন। অর্থাৎ ভিনদেশীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বভাবত যেসব বিধি-নিষেধ থাকে, সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করলেন।

কুরআন মাজীদের নিম্নোল্লিখিত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে,

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

অর্থঃ তারা যখন ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চাহেন তো আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৯)

ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসালেন। এ সময় পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা সবাই ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন। তখন ইউসুফ আ. ইয়াকুব আ. কে বললেন, আব্বাজান! এটাই আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি দেখেছিলাম যে, এগারেটি তারা এবং সূর্য চন্দ্র আমার জন্য সিজদা করছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে,

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا

অর্থঃ এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন। তখন সবাই তার সামনে সিজদাবনত হলেন। ইউসুফ আ. বললেন, হে আমার আব্বাজান! এ হলো আমাদের আগেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০)

উপরোল্লিখিত আয়াতে اَبَوَيْهِ বলে পিতা-মাতা উভয়জনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ আ. এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তারপর ইয়াকুব আ. ইউসুফ এর মাতার বোন লায়্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি ইউসুফ আ. এর খালা হওয়ার দিক দিয়ে মায়ের মতোই ছিলেন, আবার পিতার বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। তাই আয়াতে তাদেরকে اَبَوَيْهِ (মা-বাবা) বলা হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا “সবাই হযরত ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন” আয়াতে বর্ণিত উক্ত সিজদা সম্পর্কে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ সিজদাটি ছিল কৃতজ্ঞতাসূচক। আর এটা ইউসুফ আ. এর জন্য নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরী‘আতেই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্যেই বৈধ ছিল না। কিন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরী‘আতে বৈধ ছিল। সেই হিসেবে এটা তাঁর জন্য সম্মানসূচক সিজদাও হতে পারে। তবে শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরী‘আতে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

এখানে এটা অনুধাবনযোগ্য যে, যতটুকু দুঃখ-কষ্ট হযরত ইউসুফ আ. এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, ততটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন যদি কেউ হয় এবং লম্বাদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তাহলে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে, আর কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই হচ্ছেন আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর ও রাসূল। তাঁদের কার্যপদ্ধতি অনুপম আদর্শে ভাস্বর। তাই তো

ইয়াকুব আ. এর লম্বা বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদের সবাইকে গ্রাম থেকে মিসরে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেওয়ার পরেও।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০)

হযরত ইউসুফ আ. এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল:

এক. ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এর দুঃখ-কষ্ট।

দুই. পিতা-মাতার কাছ থেকে লম্বাদিনের বিচ্ছেদ এর দুঃখ-কষ্ট।

তিন. কারাগারের কষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার এ বিশিষ্ট পয়গাম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার প্রসঙ্গ থেকে কথা শুরু করেছেন।

কিন্তু এতেও কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার কষ্ট ক্লেশের বর্ণনা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বরং জেলখানা থেকে অব্যহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা অনায়াসে ফুটে উঠেছে যে, তিনি কারাগারে ছিলেন এবং মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভাইয়েরা যে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কেননা, ভাইদের অপরাধ তো আগেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।" তাই কোনোভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া সমীচীন মনে করেননি।

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুলম্বা বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার বিষয়। তিনি এসব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন।

এখানে এই নি'আমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াকুব আ. এর বাসভূমি ছিল গ্রামে, সেখানে জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন শুধু প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইলো অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভাইয়েরা এরূপ ছিল না, কিন্তু মালা'উন শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

নবুওয়্যাতের শান

এ হচ্ছে নবুওয়্যাতের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিক প্রতিফলিত করেন। এজন্যই তাদের এমন কোনো অবস্থা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি শোকরগুযার নন। অথচ সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত হয়। তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজি পেয়েও সেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করতে চায় না, কিন্তু কোনো সময় সামান্য কষ্ট পেলে, জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কুরআন পাকে এ বিষয়ের প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা আদিয়াত, আয়াত: ৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "আমার খুব কম সংখ্যক বান্দাই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।"

অতঃপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন ইউসুফ আ. এর জীবনে শান্তি এলো, তখন তিনি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দু'আয় মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "নিশ্চয় আমার রব যা চান, তা নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের তা'বীর শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই আমার অভিভাবক ইহকাল ও পরকালে। আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেককার বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০-১০১)

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুব আ. তাঁর বিরহ ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ

হয়ে গেলেন এবং অপরদিকে ইউসুফ আ. স্বয়ং নবী ও রাসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত মুহাব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু লম্বা চল্লিশ বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও পেরেশান পিতাকে কোনো উপায় স্বীয় কুশল-সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ তখনও অসম্ভব কোনো বিষয় ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছলেন। আযীযে মিসরের ঘরে তাঁর সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক-সেদিক পৌঁছানো যায়, তা সবারই জানা। তারপর বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখনও নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিল। এটা কোনো কারণে সমীচীন না হলে, কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্যে নেহায়েত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা তো দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভাইয়েরা প্রথমবার আগমন করলো, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আগমন করলে, তখনও আসল ঘটনা বর্ণনা না করে উল্টো বিনয়ামীনকে আটকে রাখলেন।

এমতাবস্থায় কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর হয়ে তিনি তা কীরূপে বরদাশত করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, ঘটনার পরম্পরায় একথা স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক বিশেষ হিকমত ও রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ আ. কে এসব প্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবীতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ ঘরে প্রেরণ নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

বিশ্ব পালনকর্তার প্রকৃত রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব আ. এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এজন্যই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব আ. বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফ আ. কে বাঘে খায়নি, বরং এটা তার ভাইদের কারসাজি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেযমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর দিলকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর হঠাৎ করে লম্বাদিন পর তিনি নিজ ছেলেদেরকে বললেন, "তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে

দেন। সুতরাং ঘটনার পূর্বাপর সবই মহান আল্লাহর হুকুমে তাঁরই কুদরতের রহস্য বাস্তবায়নের জন্য হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে।

সূরা ইউসুফের সর্বশেষ আয়াতে আলোচিত কাহিনী সম্পর্কে পরিশিষ্টরূপে ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

অর্থঃ তাদের (পয়গাম্বরগণের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এ কুরআন কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং তা আগেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত ঈমানদারদের জন্য। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১)

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পয়গাম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এর দ্বারা সব পয়গাম্বরের কাহিনীও উদ্দেশ্য হতে পারে যা এই সূরায় এ যাবত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে উপদেশের উপাদান বিশেষত এই যে, আলোচিত ঘটনায় এ বিষয়টি পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে কীভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে বসান আর অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চ মর্তবার শিখরে কীভাবে পৌঁছে দেন। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীদেরকে পরিণামে কীরূপ অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন করেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, এ কাহিনীতে কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং আগে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সমর্থনকারী। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, তাওরাত ও ইনজীলেও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেমন বর্ণিত হয়েছে কুরআনে। এ সম্পর্কে হযরত ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, "পৃথিবীতে যতগুলো আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই ইউসুফ আ. এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।" (তাফসীরে মাযহারী)

শাইখ আবু মানসূর রহ. বলেন, সম্পূর্ণ সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাসাল্লী, সান্তনা প্রদান করা যে, কাফিরদের হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী নবীগণও আ. তদ্রুপ কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বেদীনদের মুকাবিলায় পয়গাম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটি ও সেরূপই হবে।

আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও জীবন কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ

১. ইউসুফ আ. ভাইয়েরা যখন অক্ষত অবস্থায় তাঁর জামা পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল, তখন হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ. এর জামা অক্ষত থাকার দিয়ে নিজ ছেলেদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিচারকের জন্য উচিত উভয় পক্ষের দাবী- দাওয়া ও যুক্তি-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রেখে বিচার করা।

২. যুলাইখা যখন একটি নির্জন কক্ষে ইউসুফ আ. কে স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাতে শুরু করেছিল, তখন ইউসুফ আ. সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে দৌড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে স্থানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে স্থানকেই পরিত্যাগ করা উচিত। আর এক্ষেত্রে নিজের সম্ভাব্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যেমনটি হযরত ইউসুফ আ. করেছিলেন।

৩. আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য, যদিও বাহ্যত এর ফলাফল দেখা না যায়। ফলাফল তো আল্লাহর হাতে। বান্দার কাজ হলো, স্বীয় চেষ্টা-সাধনাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়া। যেমন, ইউসুফ আ. সব দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবং ঐতিহাসিক রিওয়ায়াত অনুযায়ী তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্যের আগমনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়।

বস্তুত বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করে দেন। যেমন, হযরত ইউসুফ আ. কে সমস্ত দরজা কুদরতীভাবে খুলে দিয়ে তাকে বের হওয়ার পথ তৈরী করে দিয়েছেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪. কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ আ. যখন জেলে প্রেরিত হন, তখন আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসে, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন, "হে আমার পালনকর্তা এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে এর চাইতে জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দ।" তখন আপনি জেলখানা পছন্দ করা ছাড়া অন্য কোনো নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো।

এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আর ক্ষেত্রে সেই বিপদের তুলনায় অমুক ছোট বিপদকে আমি ভালো মনে করি, এরূপ বলা সমীচীন নয়। বরং ছোট বড় প্রত্যেক বিপদাপদ ও মুসীবত থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পরিপূর্ণ মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

৫. আলোচিত কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলখানায় দু'জন কয়েদী যখন হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি তাদের স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করার আগে ঈমান আমল ও তাওহীদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের কাছে দীনী দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোনো মুসলমানদের কাছে কেউ কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হলে এবং সে দীন থেকে গাফিল থাকলে, প্রথমে তার নিকট ঈমান আমল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে তাকে দীনের দাওয়াত দেয়া কর্তব্য। অতঃপর তার উক্ত বিষয় সমাধা করে দেওয়া উচিত।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৬. হযরত ইউসুফ আ. বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর তাকে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সময় যখন এ জরুরতের তাকাজা এসেছিল যে, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কীভাবে হবে এবং কে করবে? তখন ইউসুফ আ. উত্তর দিয়েছিলেন, "জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন।"

আয়াতের এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, যদিও নিজের জন্য কোনো পদ প্রার্থনা করা সাধারণভাবে নিষেধ, কিন্তু যদি কখনো এমন পর্যায়ে আসে যে, তার জানা থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে অপর কেউ সেই কাজ আনজাম দিতে পারবে না, সেই অবস্থায় সেই কাজ আনজাম দানের জন্য বা দেশ ও জাতির নিরুঙ্কুশ সেবার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে।

তেমনিভাবে কোনো বিশেষ পদ সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালোরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তার মধ্যে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তাহলে দেশ ও জনগণের বৃহৎ কল্যাণের জন্য তার পক্ষে উক্ত পদের প্রার্থী হওয়া জায়েয।

তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে নয়, বরং উক্ত পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খিদমত ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং তা সেভাবেই আনজাম দিতে হবে, যেমন, হযরত ইউসুফ আ. এর দিয়ে হয়েছিল। আর

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পদ প্রার্থনা করতে বা প্রার্থী থেকে নিষেধ করেছেন। বরং যদি কেউ কোনো পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে সেই পদ দেননি।

৭. হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যদি এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তখন সরকার এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্যও নির্ধারণ করে দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া সরকারের জন্য ঠিক নয়।

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সিন্ডিকেট করে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অধিক মুনাফা লুটতে থাকে, সরকার তাকে বা তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করবে এবং বাজারে দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. ইউসুফ আ. এর ভায়েরা যখন দ্বিতীয়বার মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, তখন ইয়াকুব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ব্যাপারে একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে গিয়ে আলাদা হয়ে যেয়ো এবং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। কারণ এতে কারো কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে। এ দিয়ে জানা গেল যে, বদ নজর লাগা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সত্য ও বাস্তব বিষয়। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার ন্যায় এবং এর প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে তদবীর করার ন্যায় এ বদ নজর থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তদবীর করারও সমভাবে শরী'আতসিদ্ধ।

৯. এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করে, তবে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেওয়া উচিত, যেমন ইয়াকুব আ. তার ছেলেদের অর্থাৎ ইউসুফ আ. ভাইদের ব্যাপারে করেছিলেন।

১০. হযরত ইয়াকুব আ. নিজ ছেলেদেরকে কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর বাতলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, আমি জানি, এ তদবীর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। হুকুম একমাত্র তাঁরই চলে। তবে মানুষের উপর বাহ্যিক চেষ্টা-তদবীর করার নির্দেশ করি না, বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করি। অর্থাৎ এ তদবীরের দিয়ে কিছুই হবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের হিফাযত করেন, তবেই তোমরা হেফাজতে থাকতে পারবে।

হযরত ইয়াকুব আ. এর এ বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ পাকের উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী

বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করবে। ইয়াকুব আ. তা-ই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

১১. আলোচিত ঘটনায় হযরত ইয়াকুব আ. এর অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানমাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোনো মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, সবর ইখতিয়ার করে আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ইয়াকুব আ. ও অন্যান্য পয়গাম্বরের আ. অনুসরণ করা।

১২. আলোচ্য কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ. কে যখন তাঁর ভাইয়েরা চিনে ফেললো, তখন তারা অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানার জন্য তাকে প্রশ্ন করলো, “সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ?” উত্তরে ইউসুফ আ. বললেন, “হ্যাঁ আমিই ইউসুফ আর এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।” অতঃপর তিনি আরও বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ পাক এমন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।” এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে, হযরত ইউসুফ আ. হাজারো দুঃখ কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন, তখন পূর্ববর্তী কোনো বিপদাপদের কথাই তিনি উল্লেখ করলেন না বরং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নি‘আমতসমূহের কথাই শুধু স্মরণ করলেন এবং উল্লেখ করলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ যখন কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ পাক যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নি'আমত দিয়ে ভূষিত করেন, তখন তার উচিত, অতীত বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নি'আমত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। কেননা, বিপদ থেকে মুক্তি ও খোদায়ী নি'আমত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক। কুরআন মাজীদের সূরাহ আদিয়াত এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা كَنُوْدٌ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কানূদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, নি'আমত ও অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের কাহিনী ও ঘটনা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে আমাদের জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া এবং নবীগণের আদর্শ গ্রহণ করে জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণের ঘটনা আমাদের নিকট এজন্যই উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে আলোচিত ঘটনা থেকে শিক্ষা হাসিল করে সর্ব প্রকার চক্রান্ত ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থেকে নবীওয়ালা আদর্শিক চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store